পাঁচটি ধানের জাত ও আটটি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন

মঙ্গলবার, ৯ জুন ২০১৫

সমন্বিত কৃষিবিষয়ক উৎপাদনশীলতা-ব্রি অঙ্গ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকটিভিটি প্রোজেক্ট (আইএপিপি)-ব্রি কম্পোনেন্ট প্রকল্পে থেকে এ পর্যন্ড় পাঁচটি ধানের জাত ও আটটি ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ছাড়া ২১ টন ব্রিডার বীজ, ৩২৬টি প্রযুক্তি প্রদর্শনী এবং ১২৬২টি পিভিএস, ভ্যালিডেশন, অ্যাডাপটিভ ট্রায়াল কৃষকের মাঠে স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে খরা, বন্যা ও ঠা"া সহনশীল আরো উন্নত ধানের জাত উদ্ভাবন করা হবে। ওইসব জাতের অগ্রগামী কৌলিক সারিগুলো ইতোমধ্যেই উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ড় তিন হাজার কৃষক, ৯০০ জন বৈজ্ঞানিক সহকারী ও বিজ্ঞানীকে আধুনিক ধান উৎপাদন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ব্রির গবেষণা দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৯১টি ল্যাব ইকুয়েপমেন্ট, বিভিন্ন কেমিক্যালস ও ল্যাব এক্সেসরিজ ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর ও বরিশালের ব্রিডার বীজ উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। গতকাল বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মিলনায়তনে আইএপিপির ব্রি অঙ্গের অগ্রগতি শীর্ষক এক কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে। ব্রির মহাপরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: নাসির"্জ্জামান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ব্রির পরিচালক (গবেষণা) ড. আনছার আলী। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএপিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. কে এম ইফতেখার"্দৌলা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আইএপিপি-এর কোর বিজ্ঞানী এবং ব্রির উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো: আবদুল কাদের।আইএপিপি প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে শুর" হয়ে বর্তমানে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। দ্য গোবাল এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফুড প্রোগ্রাম (জিএএফএসপি) এবং বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) যৌথ অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। আকস্মিক বন্যা, খরা ও ঠা"াপীড়িত বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের চারটি জেলা রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী এবং জোয়ার-ভাটা ও লবণাক্ততাকবলিত বরিশাল অঞ্চলের চারটি জেলা ঝালকাঠি, বরিশাল, বরগুনা ও পটুয়াখালীর ধান উৎপাদন বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।কর্মশালায় আরো জানানো হয়, লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্রি উদ্ভাবিত ধানের উন্নত জাত ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনাগুলো কৃষকের মাঠে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আইএপিপি-ব্রি অঙ্গ, আইএপিপি বিএডিসি, আইএপিপি-ডিএই, আইএপিপি-এসসিএ অঙ্গের সাথে কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। প্রকল্প শুর"্র সময়কালের সাথে তুলনা করলে এখন পর্যন্ড় প্রকল্প এলাকার ধানের উৎপাদন ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রির গবেষণা দক্ষতাসহ প্রকল্প এলাকার ধানের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।